টমাস পেইন ঃ প্রাকৃতিক অধিকারের পুনঃবর্ণন

পেইন তাঁর *The Rights of Man* গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে এডমুন্ড বার্ক্ (Edmund Burke)-এর মত খণ্ডন করতে গিয়ে প্রাকৃতিক ধারণা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ তুলে ধরেন। যেখানে বার্ক্ ঐতিহ্যকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি হিসেবে মনে করেন, সেখানে পূর্বগামিতা ও ঐতিহ্যের প্রতি পেইনের সামান্যই শ্রদ্ধা ছিল। একজন রক্ষণশীল চিন্তাবিদ হিসেবে বার্ক্ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী কিন্তু পেইন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোষণাপত্রগুলিতে স্থানপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক অধিকার ধারণাসমূহের উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পেইন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, সমাজ হল একটি

স্বাভাবিক সংগঠন, কিন্তু রাষ্ট্র হল একটি কৃত্রিম সংস্থা। পেইন মনে করেন, সমাজ হল মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ ("blessing") কিন্তু সরকার মানুষের কাছে অনিবার্যভাবে অমঙ্গলজনক (necessary evil), যতই সেটি প্রকৃষ্ট হোক না কেন। এই কারণে পেইন মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যতটা সম্ভব খাটো করে সমাজের গুরুত্বকে মুখ্য বলে গণ্য করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকারের ঢিলেঢালা কৌশল (the policy of *laissez faire*) সমাজে মানুষকে অধিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ করে দেবে। পেইনের মতে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অধিকার ধারণার জন্ম হয়নি, বরং অধিকারের সূত্রপাত স্বর্গীয় (the rights are divine in origin)। তাঁর মতে, ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষ মূল্যের নিরিখে সমান এবং সমান অধিকার ভোগ করার দাবি রাখে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে পেইন-এর মত লক-এর ধারণার উপর স্থাপিত। যদিও পেইন দাবি করেন যে, তিনি অধিকার সম্পর্কে লক-এর রচনা পড়েননি, কিন্তু একথা সত্যি যে, তিনি লকের ভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কারণ পেইনের সময়কালে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি লক-এর ধ্যান-ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সুতরাং লক-এর ভাবনা জগতের সান্নিধ্যে তিনি তাঁর সময়কাল কাটিয়েছেন। লক-বর্ণিত জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের তালিকায় তিনি নিরাপত্তার অধিকার ও শোষণ-বিরোধী অধিকার যুক্ত করেন। তবে লক ও পেইনের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। লক রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সওয়াল করেন কিন্তু পেইন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধী। তাছাড়া, লকের মতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছে কিন্তু পেইন-এর মতে, সরকার গঠিত হয়েছে কিছু সার্বভৌম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

পেইনের মতে, অধিকার দু'রকমের হতে পারে ঃ কিছু অধিকার ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব এবং কিছু অধিকার আছে যেগুলি সে সমাজগঠনের স্বার্থে ছেড়ে দেয়। শেষোক্ত অধিকারসমূহের ত্যাগের বিনিময়ে সে সুশীল সমাজের অধিকার ভোগ করবার সুযোগ পায়। পেইন প্রথম প্রকার অধিকারসমূহকে নামাঙ্কন করেছেন প্রাকৃতিক অধিকার (the natural rights) হিসেবে এবং দ্বিতীয় প্রকার অধিকারসমূহকে তিনি সুশীল সমাজের অধিকার (the civil rights)

হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রাকৃতিক অধিকারগুলির প্রয়োগ ও ভোগ করবার ক্ষমতা তার হাতে রয়েছে; এ অধিকারগুলির উপর সরকার বা সমাজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না; এই প্রকার অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধিক অধিকার (the intellectual rights) অথবা মনের অধিকার (the rights of the mind) এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার। এই অধিকারগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি অপরের অনুরূপ অধিকারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার অর্থাৎ সুশীল সমাজের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না। কেবলমাত্র সুশীল সমাজ ও সরকারের সমষ্টিগত সমর্থনের দ্বারা এ অধিকারগুলি ব্যক্তি ভোগ করতে পারে। সমাজে বাস করবার জন্য ব্যক্তিকে এই অধিকারগুলি রক্ষা করবার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দিতে হয়। এ অধিকারগুলি হল নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের অধিকার। তবে পেইন-এর মতে, সুশীল সমাজের অধিকারের মূল ভিত্তি হল প্রাকৃতিক অধিকারগুলি। কারণ ব্যক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার আত্মরক্ষা। যেহেতু আত্মরক্ষার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা তার নেই, সেহেতু সে সেজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সহায়তা চায়। আত্মরক্ষার স্বার্থে সুশীল সমাজের অধিকারগুলি ভোগ করার লক্ষ্যে সে সমজাতীয় জীবের সঙ্গে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোনো অধিকারের স্বত্ব দান করে না। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা দানের চেষ্টা করে মাত্র, যে অধিকারগুলি ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বত্ব হিসেবে রয়েছে। পেইন-এ মতে রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হল সমাজে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ব্যক্তির অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা দান করা, যাতে নাগরিকগণ অধিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং সাম্যের জীবন যাপন করতে পারে। শুধুমাত্র সুশীল সমাজের অধিকার ভোগ করার জন্য একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাম্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে যূথবদ্ধ হয় এবং এক্ষেত্রে নাগরিকগণেরই সার্বভৌমত্ব রয়েছে, রাষ্ট্রের নয়। সুতরাং সমাজবন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধিকারের নিরিখে পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ জীবনযাপন করা। এভাবে পেইন ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করার মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।